43

আজকের কাগজ

তারিখ 13 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

হারিয়ে ফেলে তার সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন। বরণ করে নিতে হয় হাজারো সমস্যা সংকুল এক একটি অবস্থাকে। ভাগ্যের উপর দোষ দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। আমাদের দেশ পরাধীনতার শৃংখল হতে মুক্তি পেয়েছে। তা-ও দেখতে দেখতে বাইশটি বছর পার হয়েছে। পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে আমরা আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষিত বিষয়কে নীরবে আত্মাহুতি দিয়েছি। কিন্তু এর পর যখন আমরা সবুজে লালখচিত পতাকা উপহার পেয়েছি অনেক রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে তখন আমাদের অনেক চাওয়ার মাঝে, শিক্ষার হার আমরা কতটা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যমে আমরা শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে গেছি, সেমিনারের মাধ্যমে স্বাক্ষরতার হার বাড়াতে বলেছি। কিন্তু এর পর আমরা কতটা সফলতা পেয়েছি তা বোঝা যায় আমাদের ৩০% নিচের শিক্ষার হার দেখে। আজ বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও সবাই চেষ্টা করছেন নিজের সন্তানদের শিক্ষিত করতে কিন্তু জীবনযাত্রা ব্যয় মিঠিয়ে কতটা আর করতে পারছেন। আজ যখন মধ্যবিত্তদের ব্যবহৃত নিউজপ্রিন্টের মূল্যও নাগালের বাইরে চলে গেছে তখন কতটা আর শিক্ষা বিস্তারে তারা ভূমিকা রাখতে পারবে? তাই বলবো, শুধু শ্লোগান নয়, সবার জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষার উপকরণের মূল্য ও নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতর রাখতে হবে।

স্বপন কুমার সরকার
এসজি রোড
নারায়ণগঞ্জ।

সবার জন্যে শিক্ষা কর্মসূচি

একটি দেশের নিজস্ব কৃষ্টি, সভ্যতা সর্বোপরি উন্নয়নের লক্ষে শিক্ষার উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। অশিক্ষার করালগ্রাসে নিমজ্জিত হতে হতে জাতি এক সময়